কলম কালি সহিত, সুচিক্কণ মনোগীত,
মিশ্রিত করিলা শিখিপুচ্ছে।
বাসুদেব নন্দসূত, ঘন সৌদামিনীবৎ,
অঙ্গে অঙ্গ মিশি তায় যৈছে।।
তেমনি মিশ্রিত হ'ল, কলম আনিয়া দিল,
গণেশের কমল করেতে।
মসি নীল সরস্বতী, মস্যাধার শ্বেত সতী,
গণপতি লাগিল লিখিতে।।
ব্যাসের মুখ নিঃসৃত, গণেশের নিজ হস্ত,
লিখিত ভারত ভাগবত।
আমি অতি অভাজন, হীন সাধন ভজন,
বিদ্যাহীন না জানি সংস্কৃত।।
ত্রেতাযুগে সেতুবন্ধে, ভল্লুক বানরবৃন্দে,
বড় বৃক্ষ আনে বড় বীরে।
বড় বড় যে পর্ব্বত, বানরেরা আনে কত,
হনুমান লোমে বন্ধি করে।।
রামকার্য্য করিবারে, ব্যস্ত ভল্লুক বানরে,
কাষ্ঠ বিড়ালের হৈল মন।
পড়িয়া সমুদ্রনীরে, গড়াগড়ি দিয়া তীরে,
সেতুবন্ধ উপরে গমন।।
মনে মনে বিবেচনা, শ্রীপদে পাবে বেদনা,
বালি দিলে খাদ পূর্ণ হয়।
পন্থা হয় সুকোমল, যতেক কাষ্ঠ বিড়াল,
কার্য্য করে সাধ্যে যা কুলায়।।
সেইমত লিখি পুঁথি, হরিচাঁদ লীলাগীতি,
রামকার্য্যে মার্জ্জারের ন্যায়।
আমি অজ্ঞ নহি যোগ্য, মার্জ্জার হতে অযোগ্য,
হরিলীলা মহাযজ্ঞ প্রায়।।
সজ্জনের দয়াগুণ, হরিচাঁদলীলা গুণ,
প্রকাশিয়া সে গুণ গাওয়ায়।
যদ্যপি লেখনী ধরি, বলি এ বিনয় করি,
শ্রোতাগণ মহাজন পায়।।
শ্রোতাগণ হংসবৎ, দোষ ছাড়ি গুণ যত,
দুগ্ধবৎ করুন গ্রহন
হরিলীলামৃত কথা, তেমতি করি মমতা,
কর্ণপথে পিও সর্ব্বজন।।
হরিলীলা শ্রবণেতে, ভবসিন্ধু পারে যেতে,
পাতকীর নাহি আর ভয়।
ঘুচিবে শমন শঙ্কা, হরিনামে মার ডঙ্কা,
ধর পাড়ি ভাস ঐ নায়।।
দশরথ হীরামন, মহানন্দ শ্রীলোচন,
রামকান্ত যশোবন্ত পদে।
গুরুচাঁদ কৃপা-লেশ, গোলোক নৃসিংহ বেশ,
তারক রচকাভয় সাধে।।

শ্রীশ্রীহরিচাঁদের আবির্ভাবের কারণ

ত্রেতাযুগে সূর্য্যবংশে, এক বিষ্ণু চতুরাংশে,
হ'ল দশরথের নন্দন।
দ্বাপরেতে কারাগারে, জন্ম বাসুদেব-ঘরে,
যশোদার হৃদয়-রতন।।
যোগামায়ার প্রভাবে, মাতা দেবকীর গর্ভে,
রোহিণী গর্ভেতে আকর্ষণ।
যোগমায়া আকর্ষণে, জন্মিলেন বৃন্দাবনে,
বলরাম নাম সংকর্ষণ।।
নন্দের নন্দন যেই, শচীসূত হৈল সেই,
নিত্যানন্দ হৈল বলরাম।
সেই লীলা সম্বরণ, খেতর জন্মধারণ,
নিত্যানন্দ হৈল নরোত্তম।।
শ্রীঅদ্বৈত রামচন্দ্র, শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্র,
তিন প্রভু প্রেম প্রচারিলা।
যে জন্যে এ অবতার, পশ্চাতে করি প্রচার,
ওড়াকান্দী কৈলা শেষ লীলা।।